শিল্পবার্তা

❖ বর্ষ : ৬ ❖ সংখ্যা : ১১ ❖ চৈত্র : ১৪২৩ ❖ মার্চ : ২০১৭

সিআইপি (শিল্প) কার্ড পেলেন ৫৬ জন শিল্প উদ্যোক্তা

'সিআইপি (শিল্প)-২০১৫ কার্ড' বিতরণ উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, এমপি ও সিনিয়র সচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি

বেসরকারিখাতে শিল্প স্থাপন, পণ্য উৎপাদন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধিসহ সামগ্রিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ৫৬ জন শিল্প উদ্যোক্তার মাঝে 'বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা সিআইপি (শিল্প)-২০১৫ কার্ড' বিতরণ করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু আনুষ্ঠানিকভাবে এ কার্ড বিতরণ করেন। ২০১৫ সালের জন্য পাঁচ ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত ৪৯ জন এবং পদাধিকার বলে ০৭ জন শিল্প উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠান সিআইপি (শিল্প) পরিচয়পত্র পেয়েছেন। এদের মধ্যে বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরিতে ২৫ জন, মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরিতে ১৫ জন, ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরিতে ০৫ জন, মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরিতে ০২ জন, কুটির শিল্প ক্যাটাগরিতে ০২ জন রয়েছেন। এ উপলক্ষে রাজধানীর একটি হোটেলে সিআইপি (শিল্প) কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। উল্লেখ্য, সিআইপি (শিল্প) পরিচয়পত্রধারীদের অনুকূলে সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রী আমির হোসেন আমু বলেন, বর্তমান সরকার দেশে বিনিয়োগ ও শিল্পায়ন কার্যক্রম জোরদারের ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে। টেকসই বেসরকারি খাতের বিকাশে জাতীয় শিল্পনীতি-২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আলোকে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ও রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার দেয়া হচ্ছে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য সরকার ১শ'টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছে। শিল্পমন্ত্রী বলেন, পরিবেশ দূষণ থেকে রাজধানীবাসীকে সুরক্ষায় সরকার সাভারে আধুনিক চামড়া শিল্পনগরী গড়ে তুলছে। পাশাপাশি বিসিকের মাধ্যমে রাসায়নিক, প্লাস্টিক এবং হালকা প্রকৌশল শিল্পের জন্য পৃথক শিল্পনগরী গড়ে তোলা হচ্ছে। তিনি উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে বিশ্ববাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শক্তিশালী করতে উদ্যোক্তাদের প্রতি আহবান জানান। সিআইপি (শিল্প) হিসেবে নির্বাচিত উদ্যোক্তারা শিল্পসমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে নতুন উদ্যমে নিজেকে সম্পৃক্ত করবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

যৌথ বিনিয়োগে ইরানে ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব

ইরানের শিল্প, খনি ও বাণিজ্য মন্ত্রীর সাথে শিল্প মন্ত্রী আমির হোসেন আমু, এমপি

বাংলাদেশ ও ইরানের যৌথ বিনিয়োগে ইরানে একটি ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব করেছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, প্রয়োজনে এ প্রকল্পে তৃতীয় অংশীদার হিসেবে বিশ্বের কোনো খ্যাতনামা কোম্পানিকে যুক্ত করা যেতে পারে। তিনি এ কারখানা স্থাপনে ইরানের চাবাহার সমুদ্র বন্দরের (Chabahar Sea Port) নিকটবর্তী শিল্প অঞ্চলে জমি বরাদ্দের জন্য ইরান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইরানের শিল্প, খনি ও বাণিজ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ রেজা নেমাতজাদেহ এর সাথে গত ০৪ অক্টোবর ইরানের শিল্পমন্ত্রীর দপ্তরে বৈঠককালে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এ প্রস্তাব দেন। বৈঠকে আমির হোসেন আমু ইরান থেকে জি-টু-জি পদ্ধতিতে ইউরিয়া সার ও পেট্রো-কেমিক্যাল পণ্য আমদানির বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত স্টিল কারখানা ও চিনিকলের আধুনিকায়নে ইরানের প্রযুক্তিগত সহায়তা নেয়া হবে। বৈঠকে বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে শিল্পখাতে দ্বিপাক্ষিক সহায়তা জোরদার, বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এছাড়া দু'দেশের মধ্যে বিনিয়োগ ও ব্যবসার প্রসারে সরাসরি বিমান চালু, সামুদ্রিক জাহাজ চলাচল এবং ব্যাংকিং সহায়তা জোরদারের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। বৈঠকে মন্ত্রীদ্বয় বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ এবং ইরান সরকারের শিল্পায়ন রূপকল্প-২০২৫ বাস্তবায়নে দু'দেশের মধ্যে অর্থবহ সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ সময় ইরানের শিল্প, খনি ও বাণিজ্যমন্ত্রী ঢাকায় ইরানি পণ্য ও প্রযুক্তি প্রদর্শনীর আয়োজনের প্রস্তাব দিলে আমির হোসেন আমু এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। তিনি ঢাকার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় ইরানি উদ্যোক্তাদের অধিকহারে অংশগ্রহণের পরামর্শ দেন এবং বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক, সিরামিক, চামড়াজাতপণ্য ও ওষুধ আমদানির জন্য ইরানের শিল্পমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরে আমির হোসেন আমু ইরান চেম্বার অব কমার্স এর সভাপতি জি.এইচ. সাফেল এর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠককালে তারা বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করেন। শিল্পমন্ত্রী ইরান চেম্বারের প্রতিনিধি দলকে ঢাকায় অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা উপলক্ষে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান। ০৩ অক্টোবর ইরান সফররত শিল্পমন্ত্রী ইস্পাহান প্রদেশের গভর্ণর জেনারেল রাসূল জারগাপুরের সাথে বৈঠক করেন। ইস্পাহানের গভর্ণর জেনারেল বাংলাদেশের সাথে ইরানের ঐতিহাসিক বাণিজ্য সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির স্বার্থে এ সম্পর্ক আরো জোরদার করা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন। তিনি জ্বালানি, পেট্রো-কেমিক্যাল, শিল্প, সংস্কৃতি, শিক্ষা, পরিবহন ও যোগাযোগখাতে ইরানের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের উন্নয়নে কাজে লাগবে বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রযুক্তি হস্তান্তর অফিস উদ্বোধন

রপ্তানিমুখী শিল্পায়নের ধারা বেগবান করতে দক্ষতা ও উদ্ভাবনখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির তাগিদ

বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী শিল্পায়নের ধারা বেগবান করতে দক্ষতা ও উদ্ভাবনখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। দেশের ৬০ শতাংশেরও বেশি মানুষের বয়স ৩৫ বছরের নিচে হলেও, দক্ষতা ও কারিগরি জ্ঞানের অভাবে শিল্পায়নে এর সুফল কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না। এ অবস্থার পরিবর্তনে তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি ও সৃজনশীল উদ্ভাবনের প্রয়াস জোরদার করতে হবে। এ লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প কারখানার মধ্যে কার্যকর সংযোগ গড়ে তোলা জরুরি। বিশ্বব্যাংক এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের যৌথ উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রযুক্তি হস্তান্তর অফিস (DUTTO)"-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা এ কথা বলেন। গত ০৬ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদ সম্মেলন কক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এতে প্রধান অতিথি ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, প্রতিবছর ২০ লাখ তরুণ-তরুণী চাকুরির বাজারে আসলেও মাত্র ২ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। কারিগরি জ্ঞানে দক্ষ জনবলের চাহিদা থাকলেও সাধারণ শিক্ষায় ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থীরা তা পূরণ করতে পারছে না। ফলে বিদেশি দক্ষকর্মীরা বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার নিয়ে যাচ্ছে। এখাতে বিরাট অংকের অর্থ সাশ্রয়ের জন্য তারা দেশেই সৃজনশীল উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নখাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর তাগিদ দেন। পাশাপাশি তারা তরুণ উদ্ভাবকদের মেধাস্বত্ব সুরক্ষায় মেধাসম্পদ আইনের আধুনিকায়নের পরামর্শ দেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী বলেন, প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি ও কাঠামোর দুর্বলতার কারণে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থীদের অনেকেই কর্মজীবনে সাফল্য পাচ্ছেন না। এ অবস্থার পরিবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়-শিল্প কারখানা-সরকার এই ত্রিপক্ষীয় সম্পর্ক বাড়াতে হবে। পাশাপাশি শিল্প কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম ঢেলে সাজাতে হবে। পাঠক্রমে সৃজনশীলতা, কর্মমুখী ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আমির হোসেন আমু বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ঈর্ষণীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। এ অর্জন বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। গত আট বছর ধরে অর্জিত ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধির বৃত্ত থেকে বেরিয়ে সদ্য বিদায়ী অর্থবছরে বাংলাদেশ ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে ২০১৮ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি দক্ষতা ও সৃজনশীলতার উন্নয়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রযুক্তি হস্তান্তর অফিসকে রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রযুক্তি হস্তান্তর অফিস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, এমপি

ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' পরীক্ষার জন্য পাঁচটি আই-চেক ক্রোমা মেশিন হস্তান্তর

বায়ু দূষণ ও খাদ্যে ভেজালের কারণে বাংলাদেশের মানুষ বেশি রোগাক্রান্ত হচ্ছে এবং এর প্রতিরোধে বর্তমান সরকার জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি আইনী কাঠামো জোরদার করেছে বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। ভোক্তা পর্যায়ে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ভোজ্যতেলের সরবরাহ নিশ্চিত করতে ভোজ্য তেলে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধকরণ আইন, ২০১৩ এবং এ বিষয়ক বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আওতায় দেশব্যাপী বিএসটিআই এর অভিযান জোরদার করা হবে বলে তিনি জানান। শিল্পমন্ত্রী গত ১১ আগস্ট 'বাংলাদেশে ভোজ্যতেল সমৃদ্ধকরণ (Fortification of Edible Oil in Bangladesh)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত ভোজ্যতেল রিফাইনারিগুলোর কাছে আই-চেক ক্রোমা (i-check croma) মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা জানান। গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইম্প্রুভ্ড নিউট্রেশন (GAIN) এর সহায়তায় শিল্প মন্ত্রণালয় এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে এম আরটি এগ্রো প্রোডাক্ট বিডি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আবেদীন খান, বিএসটিআই এর মহাপরিচালক, বাংলাদেশে ভোজ্যতেল সমৃদ্ধকরণ প্রকল্পের পরিচালক, গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইম্প্রুভ্ড নিউট্রেশন (GAIN) এর বাংলাদেশ কান্ট্রি ডিরেক্টর ডা. রুদাবা খন্দকার ও বাংলাদেশ এডিবল অয়েল লিমিটেডের মহা ব্যবস্থাপক ইনাম আহমেদ বক্তব্য রাখেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মত মৌলিক চাহিদার নিশ্চয়তা বিধান করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। এক সময় বাংলাদেশের জনগণ প্রাকৃতিক উৎস থেকে উৎপাদিত খাদ্য ও ভোজ্যতেল ব্যবহার করায় রোগ-ব্যাধির পরিমাণ কম ছিল। বর্তমানে হাইব্রিড ফসল ও পরিশোধিত ভোজ্যতেল ব্যবহারের ফলে রোগ-বালাই বেড়ে যাচ্ছে। এর মোকাবেলায় দেশে পরিশোধনের পাশাপাশি আমদানিকৃত ভোজ্যতেলেও পরিমিত পরিমাণে ভিটামিন 'এ' নিশ্চিত করা হবে। অনুষ্ঠানে ভোজ্যতেল রিফাইনারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা দেশে উৎপাদিত আমদানিকৃত ও পরিশোধিত সকল তেলেই ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণের বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাজারে তাৎক্ষণিক অভিযান চালানোর পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী নির্বাচিত ৫টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির কাছে আই-চেক ক্রোমা (i-check croma) মেশিন হস্তান্তর করেন।

ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' পরীক্ষার জন্য পাঁচটি আই-চেক ক্রোমা মেশিন হস্তান্তর করছেন শিল্প মন্ত্রী আমির হোসেন আমু, এমপি

পনেরো আগস্ট ব্যক্তি মুজিবকে নয় বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে হত্যার অপচেষ্টা হয়েছে

জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভায় আমির হোসেন আমু, এমপি

পঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট ব্যক্তি মুজিবকে নয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে হত্যার অপচেষ্টা করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, এ হত্যাকান্ডের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করে পাকিস্তানের কলোনী হিসেবে ব্যবহার করা। যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধকে মেনে নিতে পারেনি, তারাই দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীদের সহায়তায় পনেরো আগস্টের নৃশংস হত্যাকান্ড ঘটিয়েছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে গত ১০ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এ মন্তব্য করেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে রাজধানীর বিসিআইসি মিলনায়তনে এ সভার আয়োজন করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের (বিএবি) মহাপরিচালক মোঃ আবু আবদুল্লাহ্, বিসিআইসির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইকবাল ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব জামাল আবদুল নাছের চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। আলোচনা সভায় সিনিয়র সচিব শিল্প মন্ত্রণালয় তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশে স্বাধীনতা অর্জনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দর্শকদের মনে করিয়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ সেবায় কাজ করার আহবান জানান। আমির হোসেন আমু বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শকে হত্যা করে বাংলাদেশে পাকিস্তানী বিজাতীয় ভাবধারা চালুর উদ্দেশ্যেই একাত্তরের পরাজিত শক্তি বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করেছিল । শিল্পমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শক্তি হচ্ছে এ দেশের জনগণ। জনগণের আস্থা ও সমর্থনে বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা ঘাতক চক্রের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ শোষণমুক্ত অসাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

মন্ত্রী আমির হোসেন আমু বলেন, পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হয়েছিল। এ ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছেন। তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের স্থল সীমানা চূড়ান্ত করেছেন। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আদালতে লড়াই করে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমা নির্ধারণ করেছেন। জঙ্গিবাদ ও উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে চলমান লড়াইয়েও তিনি বিজয়ী হবেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, জঙ্গিবাদ ও উগ্র সাম্প্রদায়িকতা কারো জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না। বাংলাদেশের মানুষ ধার্মিক হলেও ধর্মান্ধ নয়। তিনি শোককে শক্তিতে পরিণত করে স্বাধীনতা বিরোধী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক অপশক্তির যে কোনো ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানান।

জাতীয় শোক দিবস ২০১৬ উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভা

শিল্পমন্ত্রীর সাথে ইটালীয় চামড়া শিল্প উদ্যোক্তাদের বৈঠক

ঢাকা লেদার কোম্পানি লিমিটেডকে গ্রিন ট্যানারি হিসেবে চালুর প্রস্তাব

রাষ্ট্রায়ত্ত বন্ধ কারখানা ঢাকা লেদার কোম্পানি লিমিটেডকে গ্রিন ট্যানারি হিসেবে চালুর প্রস্তাব দিয়েছে ইটালির চামড়া শিল্প উদ্যোক্তা প্রতিনিধিদল। তারা বলেন, পরিবেশবান্ধব অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে এ লেদার কোম্পানিকে নতুন আঙ্গিকে গড়ে তুলতে ইতালির উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ করবে। কোনো ধরনের হাতের স্পর্শ ছাড়াই সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তিতে এ কারখানায় ওয়েট ব্লু এবং ফিনিস লেদার উৎপাদন করা যাবে। এর ফলে বাংলাদেশ থেকে চামড়া রপ্তানির পরিমাণ বাড়বে বলে তারা উলেখ করেন। বাংলাদেশ সফররত ইতালির দ্বিতীয় প্রজন্মের চামড়া শিল্প উদ্যোক্তা প্রতিনিধিদলের সদস্যরা গত ০৩ আগস্ট শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর সাথে বৈঠককালে এ প্রস্তাব দেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সুষেণ চন্দ্র দাস, জামাল আবদুল নাসের চৌধুরী ও মোঃ দাবিরুল ইসলাম, বিসিকের পরিচালক পতিত পাবণ বৈদ্য, প্রতিনিধিদলের সদস্য ও ইতালীয় গ্রিন ট্যানারি বিশেষজ্ঞ এনটোনিও নাপ্পি, মারকো ফোগলি, এনটোনিও লা পলা, পাওলো কুইরিসি এবং বাংলাদেশি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান আর এমএম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অনিরুদ্ধ কুমার রায়, সাবেক সচিব রফিকুল ইসলামসহ শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিসিকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বলেন, ইতালির চামড়া শিল্প উদ্যোক্তারা সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে কোনো ধরনের দূষণ ছাড়াই চামড়া প্রক্রিয়াজাত করছে। এ প্রক্রিয়ায় ওয়েট ব্লু লেদার উৎপাদনের পাশাপাশি ফিনিস লেদার ও চামড়াজাত পণ্য তৈরি করা হচ্ছে। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে এ ধরনের প্রযুক্তির প্রচলন না থাকায় বিশ্বের খ্যাতনামা ব্র্যান্ডগুলো এসব দেশের জুতাসহ অন্যান্য চামড়াজাত পণ্য কিনতে আগ্রহী হচ্ছে না। বাংলাদেশে এ প্রযুক্তিতে চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা হলে, তৈরি পণ্যের মূল্য সংযোজন এবং রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে তারা মন্তব্য করেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, পরিবেশবান্ধব সবুজ চামড়া শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সাভারে কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (সিইটিপি)সহ চামড়া শিল্পনগরী স্থাপন করা হচ্ছে। তিনি বিসিআইসির আওতাধীন রাষ্ট্রায়ত্ত বন্ধ কারখানা ঢাকা লেদার কোম্পানিকে গ্রিন ট্যানারি হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তাবকে দেশীয় চামড়া শিল্পের জন্য ইতিবাচক বলে মন্তব্য করেন। ইতালীয় চামড়া শিল্প উদ্যোক্তাদের এ প্রস্তাব যাচাই-বাছাই করে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি প্রতিনিধিদলকে আশ্বস্ত করেন। সভায় শিল্প মন্ত্রী সাভারের চামড়া শিল্পনগরীতে গ্রিন ট্যানারি গড়ে তুলতে একই ধরনের প্রযুক্তি স্থানান্তরের জন্য ইতালীয় উদ্যোক্তাদের পরামর্শ দেন।

বিদেশি বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে

ওয়ার্ল্ড ইনভেস্টমেন্ট ফোরামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী

বাংলাদেশ সব সময় বহিঃবাণিজ্য (External Trade) ও বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করছে এবং বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সরকার দেশীয় উদ্যোক্তাদের মত বিদেশি বিনিয়োগকারীদেরও সমান ইনসেনটিভ দিচ্ছে। গত ১৮ জুলাই নাইরোবীর কেনিয়া ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে ওয়ার্ল্ড ইনভেস্টমেন্ট ফোরাম বা বিশ্ব বিনিয়োগ সম্মেলন-২০১৬ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এ কথা উল্লেখ করেন। জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি শক্তিশালী করতে বাংলাদেশ বিনিয়োগবান্ধব নীতি গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনে বিদেশি বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সুরক্ষার পাশাপাশি অর্জিত মুনাফা নিজ দেশে স্থানান্তরের সুযোগ রয়েছে বলে তিনি জানান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট উহুরু কেনিয়াত্তা, জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি-মুন, জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থা UNCTAD এর মহাসচিব ড. মুখিসা কিটুই সহ বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী, বিনিয়োগকারী, ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, কৌশলগত ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ বিদেশি বিনিয়োগের কেন্দ্রবিন্দুতে (Hub of Investment) পরিণত হচ্ছে। পর্যাপ্ত পরিশ্রমী জনবল, প্রাকৃতিক গ্যাস, মিঠা পানি, উর্বর জমি, অনুকূল আবহাওয়া ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বাংলাদেশকে বিনিয়োগের উৎকৃষ্ট স্থানে পরিণত করেছে। দেশের প্রায় ১৬ কোটি ভোক্তা এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশে বিনিয়োগের ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। অর্থনৈতিক মন্দার মাঝেও ৭ শতাংশেরও বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রেখে বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে উন্নয়নের মিরাকল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। আমির হোসেন আমু বলেন, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রচুর অর্থনৈতিক সহায়তা দরকার। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বর্তমানে ১.৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ হলেও এসডিজি লক্ষ্য অর্জনে বছরে ৩.৯ ট্রিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলোর সহায়তার পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যেও আন্তঃবিনিয়োগ বাড়াতে হবে। পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক প্রযুক্তি এবং কারিগরি সহায়তা জোরদার করতে হবে। এ লক্ষ্যে তিনি জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থার UNCTAD এর কার্যকর ভূমিকা কামনা করেন। পরে মন্ত্রী ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর

সাসটেইনেবল ডেভলপমেন্ট (IISD) আয়োজিত 'ডেভলপমেন্ট অব সাউথ-সাউথ প্রিন্সিপালস্ অন ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট ফর সাসটেইনেবল ডেভলপমেন্ট' শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের গোল টেবিল আলোচনায় অংশ নেন। নাইরোবীর স্টেনলে হোটেলে অনুষ্ঠিত এ আলোচনায় দুর্বল অর্থনীতির দেশগুলোতে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ প্রবাহ বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেন। এ লক্ষ্যে তিনি আঙ্কটাড ইনভেস্টমেন্ট পলিসি ফ্রেম ওয়ার্কের আওতায় সাউথ সাউথ কোঅপারেশন জোরদার এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে বিনিয়োগ সম্পর্কিত আইন ও নীতিমালা সংস্কারের তাগিদ দেন।

বাংলাদেশি চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি তৈরি পোশাক শিল্পকেও ছাড়িয়ে যাবে

বিশ্ব অ্যাক্রেডিটেশন দিবসে শিল্পমন্ত্রীর আশাবাদ

বিশ্ব অ্যাক্রেডিটেশন দিবস আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন শিল্প মন্ত্রী আমির হোসেন আমু, এমপি

দেশীয় টেস্টিং ল্যাবরেটরিগুলোর অ্যাক্রেডিটেশন সনদ অর্জনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক রপ্তানি বাজারে বাংলাদেশি চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি তৈরি পোশাক শিল্পকেও ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে ট্যানারি কারখানাগুলো সাভারে স্থানান্তর শুরু হয়েছে। অতি দ্রুত এ প্রক্রিয়া সমাপ্ত হবে। গত ০৯ জুন রাজধানীর ডিসিসিআই মিলনায়তনে আয়োজিত "সরকার ও নিয়ন্ত্রকদের নীতি নির্ধারণে সহায়তার ক্ষেত্রে অ্যাক্রেডিটেশন একটি বৈশ্বিক হাতিয়ার (Accreditation: A global tool to support Public Policy)" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এ আশা প্রকাশ করেন। বিশ্ব অ্যাক্রেডিটেশন দিবস-২০১৬ উপলক্ষে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর যৌথভাবে এ সেমিনারের আয়োজন করে। এতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি, ডিসিসিআই'র প্রেসিডেন্ট হোসেন খালেদ, লুবরেফ ল্যাবরেটরিজ লিমিটেডের মহাব্যবস্থাপক জাকির হোসেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগারের কর্মকর্তা সিরাজুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট শিল্প উদ্যোক্তা ও টেস্টিং ল্যাবরেটরির কর্মকর্তারা মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, ২০২১ সালের মধ্যে শিল্প সমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য নিয়ে বর্তমান সরকার কাজ করছে। গুণগতমানের পণ্য উৎপাদনের প্রচেষ্টা জোরদার করে ২০২১ সালের আগেই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। দেশীয় মান গবেষণাগারের অ্যাক্রেডিটেশন সনদ অর্জন এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। আমির হোসেন আমু বলেন, মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন ছাড়া বিশ্ববাজারে রপ্তানির পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব নয়। গুণগতমানের ফলে ইতোমধ্যে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক বিশ্বে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে, খুব শীঘ্রই এটি শীর্ষ স্থান দখল করবে। এর পাশাপাশি

পাট, প্লাস্টিক, চামড়া, মৎস্যসহ অন্যান্য শিল্পপণ্যের গুণগত মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা চলছে। সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা জোরদার করলে বাংলাদেশি পণ্য সহজেই আন্তর্জাতিক বাজার দখলে সক্ষম হবে বলে তিনি অভিমত দেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বিশ্বমানের মান অবকাঠামো গড়ে তোলার ফলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বাজারে বাংলাদেশের মৎস্য রপ্তানির বাঁধা কেটে গেছে। ইতোমধ্যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ক্রেতারা বাংলাদেশি মৎস্য টেস্টিং ল্যাবরেটরিগুলো পরীক্ষা করে গুণগতমানের বিষয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন। এর ফলে এখন ইইউতে চিংড়ি রপ্তানির জন্য টেস্টিং সনদ সংযুক্ত করার প্রয়োজন হচ্ছে না। অন্যান্য শিল্প পণ্যের ক্ষেত্রে এ ধরনের অ্যাক্রেডিটেড টেস্টিং ল্যাবরেটরি গড়ে তোলা গেলে, বাংলাদেশের রপ্তানি আয় অনেক বেড়ে যাবে।

আখচাষিদের আখের মূল্য প্রদানে রুপালি ব্যাংক শিওরক্যাশ

রূপালী ব্যাংক ও বিএসএফআইসি-এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্পকর্পোরেশন (বিএসএফআইসি) আখচাষিদের সাথে আর্থিক লেনদেনে রুপালি ব্যাংক শিওরক্যাশ মোবাইল ব্যাংকিং সেবা ব্যবহারের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্পকর্পোরেশন এর প্রধান কার্যালয়ে চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন কর্পোরেশনের সচিব প্রকৌশলী মো. মাহবুবর রহমান, রুপালি ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার আইটি মোঃ মাঈনউদ্দিন এবং শিওরক্যাশের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ডঃ শাহাদাত খান। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি। এ চুক্তির ফলে আখচাষিরা মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্টের মাধ্যমে আখচাষের প্রণোদনা পাবেন এবং মিল থেকে আখ বিক্রির টাকা সরাসরি তাদের মোবাইল একাউন্টে পেয়ে যাবেন। এ সেবার আওতায় ১৫ টি চিনিকল থেকে প্রায় ৫লক্ষ আখচাষিকে বছরে ৭০০ কোটি টাকা পরিশোধ করা হবে।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালিত

কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল গড়ে তোলার মাধ্যমে শিল্প, সেবা, কৃষিসহ সকল খাতে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে যেখানে শতকরা ৬০ থেকে ৭০ ভাগ শিক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে, সেখানে বাংলাদেশে এর হার ১০ শতাংশের নিচে। এই হার বাড়াতে হলে, দেশে প্রতিবছর যে বিশ লাখ শিক্ষিত জনগোষ্ঠি তৈরি হচ্ছে, তাদের পাঠ্যক্রমে সৃজনশীল, কর্মমুখী ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। গত ০২ অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উপলক্ষে "টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য উৎপাদনশীলতা অপরিহার্য" (Higher Productivity for Sustainable Growth) শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা এ কথা বলেন। রাজধানীর এফবিসিসিআই মিলনায়তনে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশানাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি যৌথভাবে এ সেমিনার আয়োজন করে। কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী এতে প্রধান অতিথি ছিলেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব সুষেণ চন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের (বিআইএম) সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিলর ইঞ্জিনিয়ার এএনএম শহিদুলাহ। সেমিনারে কৃষিসচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুলাহ্, এফবিসিসিআই এর সভাপতি, জাতীয় উৎপাদনশীলতা ও মজুরী কমিশনের চেয়ারম্যান, এফবিসিসিআই এর ভাইস প্রেসিডেন্ট আলোচনায় অংশ নেন। সেমিনারে বক্তারা বলেন, শিল্প কারখানায় উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হলে গবেষণা ও উন্নয়ন (আর অ্যান্ড ডি) খাতে ব্যয় বাড়াতে হবে। এ লক্ষ্যে শিল্প কারখানায় মালিক সমিতির উদ্যোগে ক্লাস্টারভিত্তিক আর অ্যান্ড ডি সেন্টার গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনে পৃষ্ঠপোষকতা জোরদার করতে হবে। বৈশ্বিক সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন সূচকে বাংলাদেশ এখনও অনেক নিচে অবস্থান করছে বলে উল্লেখ করে বক্তাগণ শিল্প কারখানায় উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সফল কারখানা পদ্ধতি অনুসরণের তাগিদ দেন। একই সাথে তারা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন, আচরণগত পরিবর্তন, দক্ষতা বৃদ্ধি, কমপ্লায়েন্স এবং মানবাধিকার ইস্যুগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেয়ার পরামর্শ দেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিমন্ত্রী বলেন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য মেধাশক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। সরকার মেধাসম্পদের উৎকর্ষতা সাধনে কারিগরি জ্ঞানসমৃদ্ধ শিক্ষার প্রসার এবং গবেষণা ও উন্নয়নখাতের বিকাশে কাজ করছে। প্রতি উপজেলায় একটি করে কারিগরি স্কুল ও মহাবিদ্যালয় গড়ে তোলার কাজ চলছে বলে তিনি জানান। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শুধুমাত্র সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত জনবল তৈরি না করে কারিগরি জ্ঞানে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কৃষিখাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে তিনি হালকা-পাতলা ও শক্ত কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদন ও আমদানির পরামর্শ দেন।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী

রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সম্মেলন-২০১৬ অনুষ্ঠিত

রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সম্মেলনে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব
মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি

রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিশিল্প কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন এবং এ শিল্পকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে চিনি উৎপাদনের পাশাপাশি পণ্য উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনয়নের নির্দেশনা প্রদান করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া,এনডিসি । গত ০৩-০৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সম্মেলন-২০১৬ এ প্রধান অতিথি হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া,এনডিসি ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তব্যে তিনি এ নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, কর্পোরেশনের চলমান সম্পদের উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করাসহ গৃহীত প্রকল্পসমূহের সফল ও দ্রুত বাস্তবায়নে অধিকতর কার্যকর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। গুণসম্পন্ন আখচাষ করে আখচাষ লাভজনক করার সফল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন চিনিশিল্প টিকিয়ে রাখতে বর্তমান সরকার বিশেষ করে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী সকল ধরণের দিক নির্দেশনা, পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে আসছেন। মাননীয় মন্ত্রীর আন্তরিকতা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানকে সফলভাবে পরিচালনা করা এবং সর্বোত্তম কর্মদক্ষ, সৎ ও কর্মনিষ্ঠ হওয়ার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে আহবান জানান।

সেগার ৫ম সভার সমাপনী অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী

২০১৮ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ১০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা সম্ভব

আঞ্চলিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অশুল্ক ও আধা শুল্ক প্রতিবন্ধকতা (Non-tariff & Para-tariff barriers) দূর করা গেলে ২০১৮ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। এজন্য সার্কভূক্ত দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক ও আন্তঃবাণিজ্য বাড়াতে অভিন্ন মান ব্যবস্থা গড়ে তোলার পাশাপাশি অ্যাক্রেডিটেশন ও পরীক্ষণ সনদের পারস্পরিক গ্রহণযোগ্যতার ওপর গুরুত্ব দেন তিনি। শিল্পমন্ত্রী গত ০৯ অক্টোবর সার্ক এক্সপার্ট গ্রুপ অন অ্যাক্রেডিটেশন (SEGA) এর ৫ম সভার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে পণ্য ও সেবার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে দু'দিন ব্যাপী এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জার্মানির মান সংস্থা পিটিবির আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে এর আয়োজন করে। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের (বিএবি) মহাপরিচালক মোঃ আবু আবদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে সার্ক সচিবালয়ের পরিচালক এল.সাবিত্রি, জার্মানির মান সংস্থা পিটিবির প্রতিনিধি ড. ক্রিস্টিয়ান স্টেঞ্জ বক্তব্য রাখেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, সার্কভূক্ত অঞ্চলে ১.৭ বিলিয়ন জনসংখ্যার বিশাল বাজার থাকলেও পণ্যের গুণগতমান ও মান অবকাঠামোর দুর্বলতার কারণে আন্তঃবাণিজ্য বৃদ্ধির সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগানে সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অশুল্ক ও আধা শুল্ক প্রতিবন্ধকতার কারণে সার্কভুক্ত অঞ্চলে ব্যবসার ব্যয় বাড়ছে। সার্ক অঞ্চলে আঞ্চলিক মান চুক্তির বাস্তবায়ন (SAARC Agreement on Implementation of Regional Standards) এবং পরীক্ষণ সনদের পারস্পরিক স্বীকৃতির (SAARC Agreement on Multilateral Arrangement of Recognition of Conformity Assessment) মাধ্যমে এ বাণিজ্য বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে এবং বাংলাদেশ এ লক্ষ্যে কাজ করছে বলে তিনি জানান। আমির হোসেন আমু বলেন, বিশ্ব বাণিজ্যে নিজের অবস্থান সুসংহত করতে বাংলাদেশ কোয়ালিটি কাউন্সিল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে একনেকে একটি প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে। পণ্য ও সেবার গুণগতমান সনদের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। এর ফলে বিএবি ইতোমধ্যে ৪০টি স্থানীয় ও বহুজাতিক টেস্টিং ও ক্যালিব্রেশন গবেষণাগার, একটি মেডিক্যাল গবেষণাগার, দু'টি সার্টিফিকেশন সংস্থা ও একটি ইন্সপেকশন সংস্থাকে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখ্য, দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এ সভায় বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার মান বিশেষজ্ঞ ছাড়াও জার্মানি এবং দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক মান সংস্থার (SARSO) প্রতিনিধিরা অংশ নেন। সভায় সার্ক অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে অভিন্ন মান প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মান অবকাঠামোর উন্নয়ন, বাণিজ্যিক প্রতিবন্ধকতা অপসারণসহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সার্ক অঞ্চলের অবস্থান শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ঢাকায় 'সার্ক এ এক্সপার্ট গ্রুপ অন অ্যাক্রেডিটেশন' এর
পঞ্চম সভার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, এমপি

তৃতীয় নর্থ ইস্ট কানেকটিভিটি সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর সাথে বাংলাদেশ বাণিজ্য বাড়াতে আগ্রহী

বৃহত্তর অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির (Greater economic integration) জন্য ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর সাথে বাংলাদেশ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে আগ্রহী এবং এ লক্ষ্যে দু'দেশের সীমান্ত পর্যায়ে বাণিজ্য অবকাঠামো সৃষ্টি, অভিবাসন ও শুল্ক সুবিধা জোরদার, স্থলবন্দর আধুনিকায়নসহ অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণে বাংলাদেশ একসাথে কাজ করবে। শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু গত ২২ সেপ্টেম্বর ভারতের আগরতলায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় নর্থ ইস্ট কানেকটিভিটি সম্মেলনের (3rd North East Connectivity Summit) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে এ কথা বলেন। ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের সহায়তায় ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর আয়োজনে আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে দু'দিনব্যাপী এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান রণজিৎ বারঠাকুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী টিআর জেলিয়াং, ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্য, তথ্য প্রযুক্তি ও আইনমন্ত্রী তপন চক্রবর্তী, মুখ্যসচিব গোপাল সিং সহ শিল্প উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী নেতারা বক্তব্য রাখেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক সবচেয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ পর্যায়ে রয়েছে। এ সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে দু'দেশের মধ্যে ভৌগলিক সংযোগ জোরদার এবং আন্তঃবাণিজ্য সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে। তিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর সাথে সড়ক যোগাযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি রেল যোগাযোগ নেটওয়ার্ক চালুর ওপর গুরুত্ব দেন। আমির হোসেন আমু বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। গত প্রায় এক দশক ধরে ৬ শতাংশেরও বেশি প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রেখে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। সরকারের আর্থিক নীতি ও পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে দক্ষ উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে। এ উদ্যোক্তারা ভারতের সম্ভাবনাময় উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্য বাড়াতে আগ্রহী। তিনি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়াতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে বাণিজ্য সহায়ক যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ দেন। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর সাথে বাংলাদেশের ১ হাজার ৭৪১ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে উল্লেখ করে শিল্পমন্ত্রী বলেন, প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এ অঞ্চল বিনিয়োগের জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। ভৌগলিক অবস্থানের কারণে এখান থেকে ভারতের অন্য রাজ্যে পণ্য পরিবহন ও যোগাযোগ কষ্টসাধ্য। বাংলাদেশের অবস্থান এসব রাজ্য এবং অবশিষ্ট ভারতের মাঝখানে হওয়ায় তুলনামূলক বাণিজ্যিক সুবিধা কাজে লাগাতে বাংলাদেশি উদ্যোক্তারা এ অঞ্চলে যৌথ বিনিয়োগে আগ্রহী বলে তিনি উল্লেখ করেন।

পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্পখাতে ভারতীয় উদ্যোক্তাদের প্রতি বিনিয়োগের আহবান

বৈশ্বিক নির্বাহী ফোরামের গোলটেবিল আলোচনায় শিল্পমন্ত্রী

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানির চাহিদা মেটাতে পেট্রোলিয়াম এবং পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্পখাতে বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে ভারতীয় উদ্যোক্তাদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও টেকসই শিল্পায়নের ফলে বাংলাদেশে জ্বালানির চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। এক সময় দেশে প্রতিবছর ১.১ মিলিয়ন টন পেট্রোলিয়াম দ্রব্যের চাহিদা থাকলেও বর্তমানে তা বেড়ে সাড়ে ৫ মিলিয়ন টনে দাঁড়িয়েছে। অব্যাহত চাহিদার ফলে জ্বালানিখাতে বিনিয়োগ লাভজনক হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। শিল্পমন্ত্রী গত ০২ সেপ্টেম্বর কেমিক্যাল ও পেট্রোকেমিক্যাল বিষয়ক বৈশ্বিক নির্বাহী ফোরাম (9th India 2016 Global CEOs Forum) উপলক্ষে মুম্বাইয়ের বোম্বে এক্সিবিশন সেন্টারে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে বক্তৃতাকালে এ মন্তব্য করেন। ভারতের কেমিক্যাল ও ফার্টিলাইজার বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কেমিক্যাল ও পেট্রোকেমিক্যাল বিভাগ এবং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (FICCI) যৌথভাবে এর আয়োজন করে। ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (FICCI) জাতীয় রাসায়নিক কমিটির চেয়ারম্যান দীপক সি. মেহতার সঞ্চালনায় বৈঠকে ভারতের কেমিক্যাল ও ফার্টিলাইজার মন্ত্রী অনন্ত কুমার; রসায়ন, সার, সড়ক যোগাযোগ ও নৌ-পরিবহন প্রতিমন্ত্রী মানসুখ এল. মানদাভিয়া, উড়িষ্যা প্রদেশের শিল্পমন্ত্রী দেবী প্রসাদ মিশ্র সহ উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী, কেমিক্যাল ও পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প উদ্যোক্তা এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশ নেন। আমির হোসেন আমু বলেন, জ্ঞানভিত্তিক সবুজ শিল্পায়নের লক্ষ্য অর্জনে পরিবেশবান্ধব জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোর বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে প্রচলিত জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। বিকল্প জ্বালানির উৎস হিসেবে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে তৃণমূল পর্যায়ে সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়িয়েছে। বর্ধিত জ্বালানি চাহিদা মেটাতে সরকার লিকুইফাইড ন্যাচারাল গ্যাস (এলএনজি) প্লান্ট স্থাপনের পাশাপাশি আমদানিকৃত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যেও কাজ করছে বলে তিনি জানান। শিল্পমন্ত্রী বলেন, কৌশলগত ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ বিদেশি বিনিয়োগের প্রাণ কেন্দ্রে (Hub) পরিণত হয়েছে। সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে সরকার দেশি-বিদেশি নির্বিশেষে সকল উদ্যোক্তাদের সমান সুযোগ দিচ্ছে। সরকার বিদেশি বিনিয়োগকারীদেরকে শেয়ার বাজারের বিনিয়োগ, স্থানীয় ব্যাংক থেকে মূলধনী ঋণ গ্রহণ, স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমোদন (রেসিডেন্সশীপ), শতভাগ মুনাফা ও লভ্যাংশ স্থানান্তর কিংবা পুন:বিনিয়োগ, শুল্ক অবকাশ, তিন বছর পর্যন্ত ব্যক্তি আয় করের অব্যাহতি, অর্থনৈতিক অঞ্চলে ভূমি বরাদ্দ, দ্বৈতকর অব্যাহতি, অগ্রাধিকারখাতে বিনিয়োগে নগদ প্রণোদনাসহ বেশ কিছু সুবিধা প্রদান করছে। এসব সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের উদীয়মান শিল্পখাতে ভারতীয় উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনাঃ প্রসঙ্গ শিল্প মন্ত্রণালয়

জামাল এ নাসের চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব (পিআরএল)

যে জিনিসগুলো উৎপাদনকারীর আর কোন কাজে লাগেনা বলে ফেলে দেয়া হয় জঞ্জাল হিসেবে সোজা কথায় সেগুলোই হচ্ছে বর্জ্য। আগের দিনে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়টি নিয়ে তেমন চিন্তাভাবনা ছিলো না। আবর্জনাগুলো যেখানে সেখানে ফেলে দেয়া হতো। সে ঘরের হোক, শিল্পের হোক বা হাসপাতালের হোক। এককালেতো পৌরসভা কর্তৃক মল অপসারিত হতো গোল গোল কনটেইনারের মাধ্যমে।ট্রাক্টর দিয়ে সেগুলো টেনে নিয়ে যাওয়া হতো রাস্তার উপর দিয়ে। এতে রাস্তাঘাটও নোংরা হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো । আবহাওয়া দুষিত হতো তো বটেই । আজ সে অবস্থা আর নেই। এখন স্যানিটেশন ব্যবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে। পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ার সাথে সাথে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিশেষভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে। সত্যি বলতে বাংলাদেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ শুরু হয়েছে অনেক দেরীতে । বিশেষ করে শিল্প বর্জ্যের কারণে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও আরো কিছু নদী ও লেকের পানি এখন ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে, যা পরিবেশের উপর বিরুপ প্রতিক্রিয়া ফেলছে। বর্তমানে সরকার বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এরই অন্যতম ফল হচ্ছে চামড়া শিল্প হাজারিবাগ থেকে সাভারে স্থানান্তরের কার্যক্রম।

শিল্প মন্ত্রনালয় শিল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ আর পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করছে। পরিবেশ রক্ষার্থে "Environmental Conservation Act, 1995 এবং পরিবেশ আইন ২০০০ প্রনয়ণ করা হয়েছে। কিন্তু পরিবেশ রক্ষার অন্যতম একটা বিষয় হচ্ছে সফল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। সম্প্রতি ঢাকা সিটি করপোরেশন জাইকার (JICA) সহায়তায় ঢাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অধিকতর উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি মাস্টার প্ল্যান গ্রহণ করেছে । ইউনিসেফ বিভিন্ন সিটি করপোরেশন ও পৌরসভায় রি-সাইক্লিং চালু ও বর্জ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি প্রোগ্রাম নিয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে এগারোটি কর্পোরেশন ও দপ্তর। তন্মধ্যে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের (BCIC) অধীনে রয়েছে একাধিক সার কারখানা, কাগজের মিল ও গাস ফ্যাক্টরি। বাংলাদেশ সুগার অ্যান্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিস কর্পোরেশনের (BSFIC) অধীনে রয়েছে বেশ কিছু চিনির মিল। বাংলাদেশ স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনের অধীনে আছে টিউবলাইট, ব্লেড ও মোটর ইন্ডাস্ট্রিসহ বিভিন্ন কারখানা। বিসিকের অধীনে রয়েছে বিভিন্ন শিল্প নগরী। এগুলোর প্রত্যেকটিতেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিশেষ উন্নয়ন দরকার। সে সাথে দরকার নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা। গত ২৯ আগস্ট,২০১৬ তারিখের "দৈনিক ইত্তেফাক" এর সম্পাদকীয় কলামে এ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমানে সারাদেশে সাত হাজারেরও বেশি শিল্প-কারখানা থাকলে ইটিপি আছে মাত্র দুই হাজার আটশত শিল্প কারখানায়। একটি পত্রিকায় প্রকাশিত সমীক্ষা থেকে দেখা যায়-তরল বর্জ্য নির্গমণ করে নদ-নদীর পানি দূষণ ও পরিবেশের ক্ষতি করায় গত বছর ১৩১ কোটি ৭৮ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। পরিবেশ দুষণের অপরাধে ২৯টি শিল্প ও কারখানা সীলগালা এবং ২০টি প্রতিষ্ঠানের বিদুৎ ও গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা অর্থাৎ ইটিপি ব্যবস্থা না থাকায় ২ হাজার ১১২টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করে ২০৩ কোটি ৯ লাখ টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়েছিল। বর্তমানে ৬০২টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পরিবেশ আদালতে মামলা চলছে। চলতি বছরের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া বর্তমান যুগে এসেছে আবার ই-বর্জ্য। ইলেকট্রনিক্স বা ই-বর্জ্য জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য হুমকি স্বরূপ। কম্পিউটার, মোবাইল, টেলিভিশন, এয়ারকন্ডিশনার, রেফ্রিজারেটর, টিউবলাইট, এনার্জি সেভিং বাল্ব, ফ্যান, টোস্টার, ডিভিডি প্লেয়ার প্রভৃতি নষ্ট বা মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেলেই তা পরিণত হয় ই-বর্জ্যে। এটা গৃহস্থালি বা অন্যান্য সাধারণ বর্জ্যের চাইতে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। একটি বেসরকারি সংস্থার এই সংক্রান্ত গবেষণায় বলা হয়েছে, ২০১১-১২ অর্থবছরে দেশে বাতিল হয়ে যাওয়া ই-বর্জ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫১ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে তা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ১০ লক্ষ টনে। তবে ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘ প্রকাশিত বিশ্ব ই-বর্জ্য মানচিত্রে দেখা যায়, ২০১২ সালে বাংলাদেশ হতে তৈরি হওয়া ই-বর্জ্যের পরিমাণ ১ লক্ষ ৭৮ হাজার টন। এ বর্জ্যের মাত্র ২০-৩০ শতাংশ রিসাইকেল বা পুনর্ব্যবহার উপযোগী করা হয়। বাকিটা ভেঙ্গে ফেলে দেয়া হয় বা যত্রতত্র ফেলে রাখা হয়। এসব পণ্যে রেজিন, ফাইবার গাস, প্লাস্টিক, সীসা, টিন, সিলিকন, কার্বন ও লোহার উপাদান থাকে। এসব বর্জ্যে পরিবেশ ও মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর জিংক, ক্রোমিয়াম, নাইট্রাস অক্সাইড, বেরিলিয়ামসহ বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এসব বর্জ্য ক্রনিক ক্যান্সার, শ্বাসকষ্ট, লিভার ও কিডনির সমস্যা, হাই ব্লাডপ্রেসার, থাইরয়েড হরমোনের সমস্যা, নবজাতকের বিকলাঙ্গতা, প্রতিবন্ধিত্ব, মস্তিষ্ক ও রক্তনালীর বিভিন্ন রোগের জন্য দায়ী হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা অভিমত দিয়েছেন।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্থাগুলোর অধীন মিল-কারখানাগুলোতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে । বিষয়টি এখন পুরো দেশের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। বিভিন্ন দেশ এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সাহায্য করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ফিয়াল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সল্যুশন নামের জার্মানভিত্তিক একটি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান গত বৎসর মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর সাথে দেখা করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশকে সহায়তা করার ইচ্ছে প্রকাশ করে। সম্প্রতি "Flow pacific"নামে অস্ট্রেলিয়ার একটি প্রতিষ্ঠান নিরাপদ পানি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তাদের প্রযুক্তি তুলে ধরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণের কাছে একটি presentation পেশ করে। তাদের প্রযুক্তি পছন্দ হলে তা বাংলাদেশে বিনিয়োগে তারা আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁদের ওয়াটার ট্রিটমেন্ট সল্যুশনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁরা বলেন যে এটা অত্যন্ত কার্যকর, শক্তিশালী এবং ব্যয় সাশ্রয়ী। শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগের বিষয় উল্লেখ করেন যে, এটি পানি থেকে ভারি ধাতু অপসারনে বিশেষ কার্যকর । প্রতিষ্ঠানটি এ পর্যন্ত চীন, থাইল্যান্ড, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ায় ৫৭ টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্যান্ট তৈরী করেছে বলে জানায়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের দপ্তরগুলোর প্রয়োজন বিবেচনা করে এ ধরণের উদ্যোগকে স্বাগত জানান যেতে পারে। বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে এক বা একাধিক পছন্দনীয় প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করে পাইলট প্রজেক্ট নির্মাণের প্রস্তাব দেয়া যেতে পারে। পাইলট প্রজেক্ট পছন্দ হলে তাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

An overview of International Investment Agreements with respect to FDI

Md. Aminur Rahman, Deputy Secretary

For sustainable development of an economy, Foreign Direct Investment (FDI) contributes a lot alongside the domestic investment facilitated by national policy, regulations and infrastructure. Promotion and Protection of FDI is thus crucial for almost every nations in the world. Prevailing international laws include International Investment Agreement (IIAs) as an instrument of promotion and protection in the global investment regime. The domestic laws, international investment agreements and bilateral investment treaties (a form of IIA often called BIT-Bilateral Investment Treaties) are governing laws of FDI.

Bilateral Investment Treaties (BITs) are also regarded as important instruments for economic governance. The evolution of BITs took place with signing of first BIT between Germany and Pakistan in 1959. The geo-political situation of that period influenced the accomplishment of the first BIT. It was a means of resolving some of the demands being made by the peoples of the underdeveloped nations of the world and the nation of greater protection under international law for private investment took on added importance.

By one decade after first BIT, total number of BITs was increased to 72. The number went up sharply during following decades and total number of BITs in the world at present is 3304. The global economic institutions such as OECD and UNCTAD, elements of globalization like free trade, integrated production process, Special Expert Zones etc. and linking of insurance for private investment into developing countries with BITs by the intergovernmental organizations and financial agencies (IFC for Example) are the factors promoting the growth in investment treaties.

An IIA comprises a set of commitments stating to do and not to do that obliges the host state to the investors. The guarantees provided by the host governments to investors are mostly as follows:

- Fair and equitable treatment (FET);
- Compensation in the case of direct or indirect expropriation;
- National treatment, or treatment no less favourable than that given to domestic investors;
- Most-favoured nation (MFN) treatment, or treatment no less favourable than that given to investors from third countries;
- Freedom from so-called Performance requirements as a condition of entry or operation. These are requirements, for example, to transfer technology, to export a certain percentage of production, to purchase inputs domestically, or to undertake research and development;
- Free transfer of capital;
- A blanket obligation, known as on umbrella clause, which obliges the host state to respect any legal or contractual obligations it may have to the investor; and
- The right to bring arbitration claims against host governments.

Each of the guarantee implicates wide range of legal obligations of the host state to facilitate the investors. The texts of these guarantee clauses result complex web of agreements to deal with during application. The guarantees individually are subject of detailed analysis, examination and review with the context of the parties to agreement.

Beside rights, an IIA ascertains responsibility of the investors to the host state and its people at large. Balancing between host state obligation and investors rights and responsibility is challenging for an agreement.

Though the agreements say about reciprocal application of the provisions, but in reality, situation makes them unilateral in some cases. Thoughtful insights from both investors end and recipients end (host) are crucial for setting up of texts in the agreements.

Transformation of the IIA regime is evident as a result of newly evolved concepts of multilateral socio-economic development. Global economy and trade dynamics mostly influence the provisions of IIAs. Trade off between the interests of investors and host states is crucial as always. This situation forces the stakeholders to many critical changes in the investment regime.

Presently the global investment regime tends to changes in the approach of investment treaties. Leading business communities and countries of big and stronger economy, now like to follow positive list approach. This approach will compel the host states to provide the investors with pre-establishment facilities. They are now in favour of more committal languages in the Investment Treaties and supporting regulations. They see the existing forms of investment treaties as obscure, non-specific and restrictive for FDI. The investors are interested to know about the reservations for Existing Measures and Liberalization Commitments of the host Country. And therefore investors like to see the existing non-conforming measures of host partys investment regime be listed and exempted, so that they can rely on a predictable regime when investments are made. Through listing of intervening laws and regulations, in fact, the investors like to be sure that no additional qualifying character of investment will be imposed later at post-establishment stage of investment. Moreover, many investors now want Minimum Standard of Treatment that ensures full protection and security in accordance with Customary International Law. Demand is increasing to specify fair and equitable treatment to investments by obligation of the host state not to deny justice in accordance with the principle of due process embodied in the Principal Legal Systems of the world.

It is worth mentioning that many countries which have potential for investment are coming forward with a new Enterprise based approach instead of existing Asset based approach in the definition of Investment.

Investors now are very much careful about insertion of provisions in the BITs that will ensure financial services by the host country for prudential reasons.

It is far from evident that investment treaties have increased FDI significantly though the treaties provide significant guarantees and remedies to foreign investors.

The factors that affect and fix the amount, direction and kind of foreign investment are diverse in nature. The needs and stratagies that influence the investors (Individual or legal entity) as to when, where and how to invest, include access to broader market, more skilled and/or less expensive labour, opportunity to better productive technology, availability of reliable infrastructure, access to services facilitating business, stability of economic and political situation and offers of financial incentives. Still, BITs work for confidence building among investors by imposing home state responsibility to them.

FDI flow to structurally weak, vulnerable and small economies need special attention of the wealthy nations though FDI to the LDCs has been increased in the recent past years. World Investment Forum has taken initiative to reform Investment agreement regime. Countries like Bangladesh need careful observation of the global dynamics of IIA related issues and cautious look to step forward.

[References: Investment Treaties and stainable developoment, IISD, 2012, Journal of Public Law, Vol. 9, P. 115, 1960, UNCTAD review-2014, Trans-Pacific Partnership (TPP) Agreement, Indian model BIT, IISD forum reports-2016, World Investment Forum reports-2015,2016 and so on.]

আমাদের কথা

ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারায় বাংলাদেশের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার যখন শতকরা ৭ ভাগ অতিক্রম করছে, তখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রত্যাশাও বাড়ছে। টেকসই, সার্বজনীন ও পরিবেশ বান্ধব অর্থনৈতিক উন্নয়ন এখন সময়ের দাবী। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষে সপ্তম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ৩১.৯ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের ৭৭.৩ শতাংশ আসতে হবে বেসরকারি খাত হতে। রপ্তানি বাড়াতে হবে ৫৪ বিলিয়ন ডলারে এবং বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ উন্নীত করতে হবে ৯.৬ বিলিয়ন ডলারে। এর জন্য জাতীয় উৎপাদনে শিল্প খাতের অবদান বাড়িয়ে ৩৯.৮৮ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। এ প্রেক্ষাপটে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘ গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি, কৃষিক্ষেত্রে সহায়ক উপাদান ও যন্ত্রপাতির যোগান দেয়া এবং বাণিজ্য ক্ষেত্রে অশুল্ক ও আধাশুল্ক বাধা অপসারণের ক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে। এসডিজি অর্জনে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণও অগ্রগণ্য। শিল্প স্থাপনে বেসরকারি খাতকে ব্যাপক বিনিয়োগের মাধ্যমে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা এবং এই কার্যক্রমে সহায়ক রাষ্ট্রীয় নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচেছ। শিল্পবার্তায় শিল্প ক্ষেত্রের ব্যাপক কর্মকাণ্ডের অতিসামান্য অংশের প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব হয়েছে।

শিল্পবার্তা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পাদনা পরিষদ নিয়মিত সরকারি দায়িত্বের কাজের পাশাপাশি অতিরিক্ত সময়ে এ কাজটি সম্পন্ন করে থাকেন। ফলে এতে ভুল ভ্রান্তি হতে পারে। এ বিষয়ে পাঠকের সদয় বিবেচনা কামনা করছি। বরাবরের মত শিল্প বার্তার মান ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য সকলের অংশগ্রহণ ও পরামর্শ প্রত্যাশিত। যাঁরা লেখা ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা প্রদান করেছেন, তাঁদের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা।

সম্পাদনা পরিষদঃ

মোঃ দাবিরুল ইসলাম অতিরিক্ত সচিব	লুৎফুন নাহার বেগম যুগ্ম সচিব	মোঃ আমিনুর রহমান উপসচিব	প্রতুল কুমার সাহা উপসচিব	মোঃ আবদুল জলিল সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা

প্রকাশনায়: শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, ৯১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, ই-মেইল: shilpabarta.moind@gmail.com, Web: www.moind.gov.bd